পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

পঞ্চত্রিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ
বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে
West Bengal Council of Higher Secondary Education

বার্ষিক প্রতিবেদন

২৭ জুলাই, ২০০৯

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

পঞ্চত্রিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন

২০০৮ - ২০০৯

২৭ জুলাই ২০০৯

বিদ্যাসাগর ভবন

৯/২, ব্লক ডি জে, সেক্টর-II সল্টলেক

কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

৩৫তম বার্ষিক অধিবেশন

২৭ জুলাই, ২০০৯

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০০৮-২০০৯

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পঞ্চত্রিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশনে মাননীয় সংসদ সদস্যগণকে ও সংসদের সকল আধিকারিক ও শিক্ষাকর্মীকে স্বাগত জানাই। সভাপতি হিসেবে সংসদের ২০০৮-২০০৯ সালের প্রতিবেদন উপস্থাপনের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। আমি এতে সম্মানিত।

আপনারা সকলেই জানেন যে সংসদের সভাপতি হিসেবে আমার কর্মকালের মেয়াদ সবেমাত্র একমাস হয়েছে। এই স্বল্প সময়ে সংসদের বিশাল কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সব কিছু বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। তাই বার্ষিক প্রতিবেদনে কোনো অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে তা আপনারা ধরিয়ে দেবেন এবং আমাকে মার্জনা করবেন এই আশা রাখি।

সংসদের বার্ষিক প্রতিবেদন মূলত বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয় তথা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে। তবে কিছুটা নতুন আঙ্গিকে প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছে। আশা করি আপনারা এই প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাবেন এবং প্রতিবেদনটিকে অনুমোদন করবেন।

ভূমিকা : উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পঠনপাঠন ও পরীক্ষা বিষয়ে সংসদ বিগত বছরগুলিতে যে সকল ইতিবাচক পদক্ষেপ সাফল্যের সঙ্গে রূপায়ণ করেছে সেই সাফল্যের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল ২০০৮-২০০৯ সালের সংসদের যাবতীয় কাজকর্মের লক্ষ্য। পাঠক্রমকে দুটি ভাগে ভাগ করা, একাদশ শ্রেণির পরীক্ষার মূল্যায়ণ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর ন্যস্ত করা, দ্বাদশ শ্রেণির সিলেবাসের উপর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, সংশোধিত সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন করা ও তদনুসারে প্রশ্নপত্রের কাঠামো নির্দেশ করা, সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ মতো অবশ্য পাঠ্য হিসেবে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠক্রমে পরিবেশ শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা, পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র পাঠের জন্য অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সময় বরাদ্দ করা, লিখিত পরীক্ষার আগে ব্যবহারিক পরীক্ষার আয়োজন করা, নম্বরের পাশাপাশি গ্রেডের প্রবর্তন উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও নিরীক্ষণের জন্য শিবিরের আয়োজন করা ইত্যাদি রূপে গৃহীত বিবিধ কর্মসূচি ২০০৮-২০০৯ সালে সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়েছে। কোথাও কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি হয়নি। এরজন্য আমি সংসদের কাজের

সঙ্গে যুক্ত সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, কো অর্ডিনেটর, নিরীক্ষক, আধিকারিক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুকে সংসদের তরফ থেকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই সকল বিদ্যায়তন, জেলা উপদেষ্টা মণ্ডলী, রাজ্য সরকারের সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন, ভারতীয় ডাক ও রেল বিভাগ, মুদ্রণ ও কম্পিউটার সংস্থা ও অন্যান্য ব্যক্তি ও সংস্থাগুলিকে যাঁদের সহায়তায় সংসদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার : ২০০৮-২০০৯ সালে মোট ৫৭টি বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। এই নতুন ৫৭টি বিদ্যালয়ের জেলাওয়ারি ভাগ আর সেই সঙ্গে জেলাভিত্তিক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নীচের সারণিতে দেখানো হল।

সারণি—১

জেলাভিত্তিক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর চিত্র

জেলা	উন্নীত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০০৮-২০০৯	মোট উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০০৮-২০০৯	২০০৮-এর উচ্চমাধ্যমিকে নথিভুক্ত নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		
			ছাত্র	ছাত্রী	মোট
কলকাতা	—	২৭৭	১৫,৫০২	১৪,৩২৬	২৯,৮২৮
দঃ২৪পরগনা	৩	৩১৬	১৫,৬৫৪	১১,৪৮৭	২৭,১৪১
উঃ২৪পরগনা	৯	৪৮৯	২৫,৮৫৪	২১,৭৫৮	৪৭,৬১২
বর্ধমান	৫	৩২৫	১৮,০৪৫	১৪,৪১২	৩২,৪৫৭
পূঃ মেদিনীপুর	—	২৪৯	১৩,০৫৮	৯,১৮৯	২২,২৪৭
হাওড়া	৬	২৩৭	১০,১৪৪	৯,৯০৩	২০,০৪৭
দার্জিলিং	৬	৯০	৫,০১১	৪,০৩৭	৯,০৪৮
জলপাইগুড়ি	১	১২৫	৭,১০৭	৫,৩২৭	১২,৪৩৪
উঃ দিনাজপুর	—	৮৩	৪,৫৫৩	২,৯৭৬	৭,৫২৯
কোচবিহার	—	১১৮	৫,৮৫৮	৪,০৫২	৯,৯১০
মালদা	৮	১২৯	৬,৮৩৩	৪,০৮২	১০,৯১৫
নদীয়া	—	২২৬	১৩,৫১৬	৯,৮১১	২৩,৩২৭
পুরুলিয়া	৫	১৩৬	৬,২১০	২,৭৮৭	৮,৯৯৭
বাঁকুড়া	২	১৮৯	৯,৯৪৪	৫,৬২১	১৫,৫৬৫
বীরভূম	১	১৩৮	৭,৭৯৬	৪,৩০৫	১২,১০১

জেলা	উন্নীত উচ্চমাধমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০০৮-২০০৯	মোট উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০০৮-২০০৯	২০০৮-এর উচ্চমাধ্যমিকে নথিভুক্ত নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		
			ছাত্র	ছাত্রী	মোট
মুর্শিদাবাদ	২	১৮১	১২,১০৮	৭,৬৬১	১৯,৭৬৯
হুগলি	৪	২৬৮	১২,৮৯১	১১,৬৪৪	২৪,৫৩৫
দঃ দিনাজপুর	৫	৭২	৩,৪১৯	২,১৪৮	৫,৫৬৭
প. মেদিনীপুর	—	২৬০	১৪,১৮৮	৯,৩৮১	২৩,৫৬৯
	৫৭	৩৯০৮	২০,৭৬৯১	১৫,৪৯০৭	৩,৬২,৫৯৮

ছাত্রীরা পিছিয়ে : সারণি ১ থেকে স্পষ্ট হয় যে সামগ্রিকভাবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সংখ্যার বিচারে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীরা অনেকটা পিছিয়ে আছে। আর কোন্ কোন্ জেলায় ছাত্রীরা একটু বেশি রকমের পিছিয়ে আছে। এ বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন। সংসদের তরফ থেকে এক্ষেত্রে কিছু করণীয় আছে কিনা তা ভেবে দেখতে আমি মাননীয় সংসদ সদস্যগণকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সাফল্যের উর্ধ্বগতি : এখন গত পাঁচ বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ফলাফল নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

সারণি-২

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সাল ভিত্তিক সাফল্যের চিত্র

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	ছাত্র	পাশের শতকার হার	ছাত্রী	পাশের শতকরা হার	মোট পাশের শতকরা হার
২০০৮	৩,৬১,৫৯৮	২,০৭,৬৯১	৮১.২৩	১,৫৪,৯০৭	৭৯.২৪	৮০.৩৮
২০০৭	৩,০১,৪২০	১,৭৪,১০৭	৭৩.৬৬	১,২৭,৩১৩	৭৩.৯২	৭৩.৭৭
২০০৬	৩,১৯,৭১৮	১,৮৫,৫৩৮	৭৩.৮২	১,৩৪,১৮০	৬৯.০৬	৭১.৮২
২০০৫	২,৮৪,৭৩৮	১,৬৪,৪৯২	৬৯.৩৫	১,২০,২৪৬	৬৫.১১	৬৭.৫৬
২০০৪	২,৮০,২৭৮	১,৬৬,১৪১	৬৩.৭৩	১,১৪,১৩৭	৬০.৯৬	৬২.৬০

সারণি-২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে সংস্কারপর্বের আগের সঙ্গে তুলনা করলে বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার প্রায় ২০ শতাংশ বেড়েছে। বিশেষ করে নতুন ব্যবস্থায় পাশের হার বেড়েছে ১০ শতাংশ। সুতরাং এটা বলা যায় যে এন সি এফ সুপারিশ অনুযায়ী পাঠক্রমের বিভাজন এবং তজ্জনিত বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিশেষ করে সিলেবাসের বোঝা কমানোর ফলে ছাত্রছাত্রীরা এখন ভারমুক্ত অবস্থায় পরীক্ষায় বসছে এবং পরীক্ষার ফলে তার ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

সবটা কি ড্রপ আউট? কিন্তু এই সাফল্যের মাঝেও একটি উদ্‌বেগের দিক আছে যার প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। একাদশ শ্রেণিতে যত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভরতি হয় ও সংসদে রেজিস্টার্ড হয় পরের বছর উচ্চমাধ্যমিকে তত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী নথিভুক্ত হয় না। এটা ঠিক যে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় বা দ্বাদশ শ্রেণির টেস্ট পরীক্ষায় কিছু ছাত্রছাত্রী আটকে যায়। কিন্তু সেটা সব মিলিয়ে কত শতাংশ হতে পারে? আর এই আটকে পড়া ছাত্রছাত্রীদের শতকরা হার কি মোটামুটি সর্বত্র এবং সবসময় একরকম? একটু পরিসংখ্যানের দিকে চোখ রাখা যাক।

সারণি-৩

একাদশ শ্রেণির রেজিস্টার্ড ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এনরোল্ড পরীক্ষার্থীর জেলাভিত্তিক চিত্র

জেলা	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা					
	এক শ্রে.	উ. মা	এ. শ্রে.	উ. মা	এ. শ্রে	উ. মা
	২০০৪-৫	২০০৬	২০০৫-৬	২০০৭	২০০৬-৭	২০০৮
কলকাতা	৩১,২০৫	২৯,৬৮৩	৩০,২৬১	২৬,৮৭৩	৩২,৪৬৭	২৯,৮২৭
দঃ ২৪ পরগনা	২৫,৩৯২	২৩,৩৬৯	২৫,৮৫৬	২২,১৮১	৩১,২১৪	২৭,১৪১
উঃ ২৪ পরগনা	৪৭,৯৫৪	৪৩,৯৬৯	৪৭,৬৬৩	৪০,৬৮৩	৫৫,১৭৪	৪৭,৬১২
বর্ধমান	৩২,০১০	৩০,৩১৮	৩১,৪৯৬	২৭,৯৪২	৩৬,৭২৫	৩২,৪৫৭
পূর্ব মেদিনীপুর	২২,৪১৪	১৮,৭৩৯	২১,২১০	১৭,৩৭৯	২৬,৪১৯	২২,২৪৭
হাওড়া	১৯,৬৬৬	১৮,২৬২	১৯,১৪২	১৭,১৭৩	২২,৪৬৩	২০,০৪৭
দার্জিলিং	৮,৫৬৩	৮,৩৯৪	৮,৪২৩	৭,৭৫৮	১০,২৫১	৯,০৪৮
জলপাইগুড়ি	১১,৬০৮	১০,২৮৭	১২,৪৫৭	৯,৬৯৮	১৫,৬৬১	১২,৪৩৪
উঃ দিনাজপুর	৫,৬৯৫	৫,১৮২	৬,৬৬৯	৫,৩৫১	৯,০১৫	৭,৫২৯
কোচবিহার	৯,৫৮৭	৮,৫৭৭	১০,২৫৩	৮,৩৫৮	১২,৬৯২	৯,৯১০
মালদা	৯,৭৫৩	৮,৭৪৮	১০,৭৮০	৮,৮৮৭	১৪,০২৪	১০,৯১৫
নদীয়া	২২,৫২৯	২০,০৪০	২৩,৫৮৩	১৯,৬৯০	২৮,৮৪৫	২৩,৩২৮
পুরুলিয়া	৭,৬৩০	৭,৪৮৭	৮,১৭১	৬,৯৪৯	১০,৭৪৬	৮,৯৯৮
বাঁকুড়া	১৩,৭০০	১৩,০২৭	১৪,৩৬২	১২,৩৬৫	১৭,৬৫৮	১৫,৫৬৫
বীরভূম	১১,৩৬৭	১০,৪২৩	১২,০৮৯	১০,১৮৪	১৪,৩০৪	১২,১০১
মুরশিদাবাদ	১৯,৯০৩	১৭,৫৩১	২০,২৩২	১৬,৩০৯	২৪,৬৬৯	১৯,৭৬৯

জেলা	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা					
	এক শ্রে.	উ. মা	এ. শ্রে.	উ. মা	এ. শ্রে	উ. মা
	২০০৪-৫	২০০৬	২০০৫-৬	২০০৭	২০০৬-৭	২০০৮
হুগলি	২৪,৩৯৬	২২,৫৭৬	২৫,৩৫৯	২২,৩০৪	২৭,৬৭০	২৪,৫৩৫
দঃ দিনাজপুর	৫,৩৫৪	৪,৯২০	৫,৮৩০	৪,৮০৫	৬,৭৮৩	৫,৫৬৭
পঃ মেদিনীপুর	১৯,৪৪৫	২০,৪৪৩	২২,৪২০	১৮,০৬৮	২৭,৪১৭	২৩,৫৬৯

কোনো রকম অঙ্ক না কষেও খোলা চোখে দেখা যাচ্ছে যে ১৯টি জেলাতেই সাধারণ চিত্র একরকম। তবে কোনো কোনো জেলায় একটু বেশি রকমের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অস্বাভাবিক, যেমন পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর মুর্শিদাবাদ, মালদা ও নদীয়া জেলায় বিশেষ কোনো আর্থসামাজিক কারণের জন্য এটি ঘটছে নাকি পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা ভীতির কারণে ঘটছে তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণি বা টেস্ট পরীক্ষায় কত শতাংশ ছাত্রছাত্রী আটকে যায় প্রয়োজনে সেই তথ্যও সংবাদে আনতে হবে সমস্যাটিকে গভীরভাবে অনুধাবন করার জন্য।

বিজ্ঞান শিক্ষা : অনুরূপভাবে আরও একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টিআকর্ষণ করি। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মোট পরীক্ষার্থীর তুলনায় বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়সমূহে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ভীষণ কম। একবার পরিসংখ্যানের দিকে আমরা তাকাই।

সারণি-৪

২০০৮-২০০৯ এর নতুন রেজিস্টার্ড ছাত্রছাত্রীর

ব্যবহারিক বিষয় ভিত্তিক বিভাজন

বিষয়	সংখ্যা	বিষয়	সংখ্যা	বিষয়	সংখ্যা
এগ্রোনমি	৪,১৫৫	প্রাণীবিদ্যা	৮৩,৪৪৬	রসায়ন	৬১,৬৪০
কম্পিউটার বিজ্ঞান	৪,৯০৪	কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন্‌স	৪৯,৪২০	ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্রাক্টস	৭১৭
ভূগোল	১,৭৫,২০৪	ভূবিদ্যা	৩১	হোম ম্যানেজমেন্ট	১৪,৩৪২
সঙ্গীত	১,৪৪৬	নিউট্রিশন	২৮,৮৯৩	পদার্থবিজ্ঞান	৫৮,৮৪২
মনোবিদ্যা	১,৮২২	স্ট্যাটিসটিক্স	১,৫৭১	অঙ্ক	৬০,৭৫২

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উক্ত ২০০৮-২০০৯ সালে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪,৭২,৩৪৯ অতএব দেখা যাচ্ছে যে রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, ও অঙ্ক এই তিনটি বিষয়ের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা ১২ থেকে ১৩। যেখানে ভূগোলের মতো বিষয়ে এই হার শতকরা ৩৭। আমরা অন্য কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও দেখে নিতে পারি। উক্ত ২০০৮-২০০৯ সালে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও এডুকেশনে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ২,৮৬,৪৫৭, ২,২৪,৩৮৫, ২,০৭,৭২৯ ও ১,১৬,৫৮১ এই অসম বিকাশ কি অভিপ্রেত?

পরিকল্পিত সম্প্রসারণ : মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য প্রত্যেক বছর যেভাবে ও যে হারে বিদ্যালয় উন্নীত করণ করা হচ্ছে তা বোধহয় আরেকটু পরিকল্পনা মাফিক হওয়া দরকার।

বিভিন্ন বিপরীতমুখী কার্যক্রম : একদিকে কতিপয় বিদ্যালয়ে মাত্রাতিরিক্ত ছাত্র ভরতির চাপ, অন্যদিকে বেশ কিছু কার্যক্রম ছাত্রাভাবে খুঁড়িয়ে চলা বিদ্যালয়, একদিকে সংসদের নিয়মাবলি অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে হাজিরা দেবার অনীহা, একদিকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালো র‍্যাংকের আকাঙ্ক্ষা অন্যদিকে উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফলের প্রত্যাশা একদিকে শিক্ষক মহাশয় আছেন ছাত্র নেই অন্যদিকে ছাত্র আছেন শিক্ষক নেই। এসব বিপরীতমুখী শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা নিঃসন্দেহে খুব কঠিন কাজ। সমাজের সর্বস্তরে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও ভাবনা চিন্তা করা প্রয়োজন।

হিন্দি মাধ্যম বিদ্যালয় : হিন্দি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলি নিয়ে বিশেষ করে উক্ত বিদ্যালয়সমূহের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়নে একটি সমস্যা দীর্ঘ দিন ধরে চলছে। এ বিষয়েও সংসদকে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

সংসদ ও আদালত : পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজে সংসদ এখন অনেক বেশি সংখ্যায় পরীক্ষককে যুক্ত করছে। ফলে শিক্ষকরাও এখন চাপমুক্ত অবস্থায় উত্তরপত্র মূল্যায়ন করছেন। তাই উত্তরপত্র মূল্যায়নে সামগ্রিকভাবে পরীক্ষকদের নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে ২০০৮ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত যে ৩২৩টি মামলা মহামান্য উচ্চ আদালতে হয়েছে তার মধ্যে ১৪১টির নিষ্পত্তি ইতিমধ্যে হয়েছে এবং এর মধ্যে একটিতেও বিচারের রায় সংসদের বিরুদ্ধে যায়নি। মাননীয় শিক্ষকদের এজন্য আমি অভিনন্দন জানাই।

পরীক্ষক তালিকা : পরীক্ষা পরিচালনার বিষয়ে আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই। প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক কো-অর্ডিনেটর, নিরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংসদকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। বিদ্যায়তনগুলি থেকে শিক্ষক শিক্ষিকাদের নামের তালিকা প্রত্যেক বছর আনাতে হবে কারণ এই তালিকা পরিবর্তনশীল। এর জন্য একটি সময়সীমা বেঁধে দেওয়া দরকার। একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন ফরম যখন সংসদে জমা পড়ে সেই সময় শিক্ষক শিক্ষিকাদের নামের তালিকা আনানো যেতে পারে কিনা নাকি অন্য কোনো সময়সীমা স্থির করা হবে তা সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

পরীক্ষক অভিমুখীকরণ : পরীক্ষকদের ধারাবাহিক অভিমুখীকরণের বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা জরুরি। বিশেষ করে নতুন পরীক্ষকদের ক্ষেত্রে। কারণ উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য শুধুমাত্র বিষয়জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন হয় এক বিশেষ দক্ষতা অর্জনের ও খুঁটিনাটি অনেক কিছু জানবার আগ্রহের। পরীক্ষক অভিমুখীকরণের প্রয়োজনীয়তা সেখানেই। মূল্যায়নের বিভিন্ন স্তরে কোনোরকম অসতর্কতা জনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি যাতে না ঘটে তা সুনিশ্চিত করতে সংসদকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগে আগে জেলাভিত্তিক যে সভাগুলি হয় সেখানেও স্বতন্ত্রভাবে প্রধান পরীক্ষক, কো অর্ডিনেটর, পরীক্ষক ও নিরীক্ষকদের নিয়ে নিয়মিত কোনো কর্মশালার আয়োজন করা যায় কিনা বিশেষ করে যতক্ষণ না পরীক্ষক অভিমুখীকরণের জন্য কোনো দীর্ঘস্থায়ী প্রকল্পের ব্যবস্থা হচ্ছে তা ভেবে দেখা জরুরি। পরীক্ষাব্যবস্থার পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার গুরুত্ব সর্বাগ্রে। অনেকে মনে করছেন যে স্বচ্ছতা ২০০৫-এর তথ্য জানার অধিকার আইনের ফলে পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আসবে। কারণ সরকারি সংস্থা পরিচালনায় সংবেদনশীলতা, সুশাসন ও স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই আইন প্রণীত হয়েছে। সংসদের নিজস্ব আইনে পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষার্থী দেখতে পারেন না। কিন্তু তথ্য জানার অধিকার আইনে মূল্যায়ন করা উত্তরপত্র পরীক্ষার্থীরা দেখতে পারেন এই অভিমত মহামান্য উচ্চ আদালতের। সংসদ এই মামলায় মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট থেকে সাময়িক স্থগিতাদেশ লাভ করেছে। চূড়ান্ত আইনি লড়াইয়ে রায় যে পক্ষের দিকেই যাক না কেন পরীক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আর বিষয়টিকে সবসময় প্রাধান্য দেওয়া জরুরি।

শিবিরের গুরুত্ব : উত্তরপত্র মূল্যায়নে বস্তুনিষ্ঠতা ও সমমান সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিবির সংগঠন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে করে। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ডে এই ব্যবস্থাই স্বীকৃত। তাই কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র নয় অদূর ভবিষ্যতে সকল উত্তরপত্রই শিবিরের মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য স্পষ্টতই প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকাঠামোর। সংসদকে তাই উপযুক্ত পরিকল্পনা করে এগোতে হবে। এই ব্যবস্থা সফল হলে ফল প্রকাশোত্তর স্ক্রুটিনির কাজ আরও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবে। একথা অনস্বীকার্য যে মূল পরীক্ষার ফল প্রকাশে সুপ্রিমকোর্ট নির্দিষ্ট সময়সীমা মান্য করা হলেও পিপিএস ফল এর ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা কাজ করে। এটি কাটিয়ে ওঠার পরিকল্পনা সংসদকে করতে হবে।

পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ : বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়স্তরে পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ আছে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সেই সুযোগ নেই কেন এই প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। শুধুমাত্র সংখ্যার তত্ত্ব দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। বিশেষ করে যখন বিভাজন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ এবং সংসদ তথা পরীক্ষকরা অনেকটা চাপমুক্ত। উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ প্রবর্তনের মাধ্যমে সংসদ সমাজের কাছে আরও বেশি আস্থাভাজন হবে।

একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন : একাদশ দ্বাদশ বিভাজন বিষয়ে বিশেষ করে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতি নিয়ে কোনো কোনো স্তরে এখনও কিছু প্রশ্ন আছে। সেন্টার-ভেনু পদ্ধতির আংশিক পরিবর্তন করে বিদ্যায়তন-ভেনু পদ্ধতিতে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার আয়োজন করা যায় কিনা সে বিষয়ে আবার আলোচনা করা জরুরি। সেক্ষেত্রে সংসদের ছাপানো প্রশ্ন

বিদ্যায়তনগুলিতে কীভাবে পৌঁছবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আশা করি মাননীয় সংসদ সদস্যরা এ বিষয়ে আলোকপাত করবেন। মনে রাখতে হবে ২০১০ সালে একাদাশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার কাজকর্ম শুরু হওয়ার পথে। সুতরাং বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হলে এখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। এবার ২০০৮-০৯ সালে সংসদের বিভিন্ন বিভাগ ও আঞ্চলিক কার্যালয়গুলি দ্বারা সম্পন্ন বিভিন্ন কাজের প্রসঙ্গে আসা যাক।

শিক্ষা বিভাগে ই-গর্ভনেন্স : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় অধ্যাপক পার্থ দে মহাশয় গত ২৭ আগস্ট, ২০০৮ সংসদের শিক্ষা (অ্যাকাডেমিক) বিভাগের কম্পিউটারাইজেশনের যে শুভসূচনা করেছিলেন তা ইতিমধ্যেই খুব কাজের প্রমাণিত হয়েছে। এর জন্য আমি পূর্বতন সভাপতি, সচিব ও সকল সংসদ সদস্যগণকে এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্মীগণকে ধন্যবাদ জানাই। প্রকৃতপক্ষে উক্ত বিভাগে কার্যত ই-গর্ভনেন্স চালু হয়েছে। এখানে একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। বিভাগের আধিকারিক ও সর্বস্তরের কর্মীর টেবিলে একটি করে কম্পিউটার বসানো হয়েছে যেগুলি LAN দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। জেলাওয়ারি দায়িত্ব ভাগ নয়। এই ব্যবস্থায় যে-কোনো কর্মী যে-কোনো জেলার অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলির কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিদ্যালয়ের উন্নীতকরণ, পুনর্নবীকরণ বা বিষয় পড়ানোর অনুমতি প্রদান এই তিনটি বিষয়ের যে-কোনো আবেদন কম্পিউটারে নথিভুক্ত হয়ে আধিকারিকের মাধ্যমে সচিব ও সভাপতির নির্দেশের জন্য উপস্থাপিত হয়। অনুমোদন ও নির্দেশমতো কম্পিউটারে চিঠি তৈরি হয়ে ডেসপ্যাচ শাখায় চলে যায়। ফলে এখন দ্রুত ও নির্ভুল পরিষেবা প্রদানে শিক্ষা বিভাগ সক্ষম। বিদ্যায়তনগুলিকে সংসদের উত্তরের জন্য আর আগের মতো দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয় না।

বিভাগের অন্যান্য কাজ : এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে ভাষা সহ বিভিন্ন বিষয়ের নমুনা প্রশ্নপত্র তৈরি হয়েছে। পাঠ্যবইগুলিকে বিশেষজ্ঞ দিয়ে দেখিয়ে টিবি নম্বর প্রদান করার কাজও আগেই সম্পন্ন হয়েছে। এই বিভাগ সংসদ প্রকাশিত-পরিবেশ শিক্ষার বাংলা ও ইংরেজি বই দুটি পরিমার্জনের কাজ সম্প্রতি হাতে নিয়েছে। একাদশ শ্রেণির ইংরেজি দ্রুত পাঠ্যবই ও গদ্যাংশ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধের কথা মাথায় রেখে তা পরিবর্তনের উদ্যোগও সংসদের পক্ষে এই বিভাগ ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে।

এন এস এম : বর্তমানে ১৬০টি বিদ্যায়তনে সংসদের শিক্ষা বিভাগের অধীনে জাতীয় সেবা প্রকল্পের কাজ চলছে। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এই খাতে সংসদ তিন দফায় টাকা পেয়েছে যার বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হল।

সাল	পরিমাণ (টাঃ)
২০০৭-২০০৮	১৫, ১০, ৬২৫
	৩০, ৬০, ৮৬০
২০০৮-২০০৯	৬৭, ৯০, ২২০

কাজের সুবিধার্থে বিদ্যালয়গুলিকে ৭টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। জাতীয় সংহতি ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে নানা রকমের প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছে। এছাড়া কৃষ্ণনগরে চারদিনব্যাপী একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রকল্পে অনেক কাজ করার সুযোগ আছে। সংসদকে এ বিষয়ে আরও তৎপর ও সক্রিয় হতে হবে।

সংসদ ও তথ্য জানার অধিকার আইন : তথ্য জানার অধিকার আইন সংসদে কার্যকরী করার প্রশ্নে প্রথমে কিছু বিভ্রান্তি থাকলেও এখন তা দূর হয়েছে। বর্তমানে সংসদের উপসচিব (শিক্ষা) সহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপসচিবগণকে SPIO হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংসদের সচিব হয়েছেন আপিল কর্তৃপক্ষ। ২০০৮-২০০৯ সালে সংসদের তরফে তথ্য জানার অধিকার আইনের আওতায় ৫৯টি আবেদনের নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

ওয়েবসাইট : তথ্য জানার অধিকার আইন ঠিক ঠিক কার্যকরী করার জন্য সংসদের নিজস্ব ওয়েব সাইটটির ব্যবহার করার কথা ভাবা যেতে পারে। তবে তার আগে প্রয়োজন এটির নিয়মিত আপডেশন www.wbchse.nic.in এই সাইটটিতে প্রবেশ করলে সংসদের ইতিহাস তথা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়গুলির প্রশাসনিক কাঠামো জানা যায়। জানা যায় জেলাভিত্তিক বিদ্যালয়সমূহের নাম ও পাঠ্য বিষয়সমূহ অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের তালিকা, যোগাযোগের ফোন নং ইত্যাদি। কিন্তু সাইটটি যেভাবে আছে তা মোটেই ইনটারঅ্যাক্টিভ বা মিথস্ক্রিয় নয়। প্রয়োজনমতো তাৎক্ষণিক তথ্য বা নিয়ম জানার প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ওয়েবসাইটটির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও আপডেশনের কাজ অবিলম্বে শুরু করা দরকার। আর এই কাজ সম্পূর্ণ হলে সংসদের তরফ থেকে সংবাদপত্রে যেসব বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তার ব্যয় অনেকটাই কমে যাবে।

শিক্ষক ও অভিমুখীকরণ সিলেবাস ও সংশোধন : যে কাজে সংসদ পিছিয়ে আছে তা হল শিক্ষক শিক্ষিকাদের অভিমুখীকরণ। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে দফায় দফায় অনেক টাকা এসেছে সংসদে। সালওয়ারি প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ নীচে উদ্ধৃত হল।

সাল	পরিমাণ (টাঃ)
২০০৪-২০০৫	৫০.০০
২০০৫-২০০৬	৬৮.৯০
২০০৬-২০০৭	২০.০০
মোট	১,৩৮.৯০

উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সংসদের পঠনপাঠন ও পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার হয়েছে অভিমুখীকরণ ব্যতীত তার সুফল সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু এই কাজ এখনও তেমন ভাবে শুরু করা সম্ভব হয়নি। সংসদের ইংরেজি ও অঙ্ক কেবল এই দুটি বিষয়ের মডিউল তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মাত্র। ইতিমধ্যেই সব বিষয়ের বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিষয়গুলির সিলেবাস সংশোধনের সময় প্রায় উপস্থিত। সিলেবাস সংশোধন একটি প্রক্রিয়া। এই কাজে বিদ্যায়তন সমূহের সফল শিক্ষককে যুক্ত করতে

হবে। আমার প্রস্তাব শিক্ষক অভিমুখীকরণের সঙ্গে সিলেবাস, সংশোধনের বিষয়টি যুক্ত করা হোক। তার আগে অবশ্যই সব বোর্ড অফ স্টাডিজের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

আই সি টি প্রকল্প : স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে ICT প্রকল্পের কাজেও সংসদ খানিকটা পিছিয়ে। কম্পিউটার শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর হাতের নাগালে পৌঁছে দেবার জন্য ভারত সরকার ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এই প্রকল্প অনুমোদন করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব দেয় পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদকে। এই খাতে সংসদ ২৮,৪০৭ কোটি টাকা পেয়েছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ২২.৫ কোটি টাকা খরচ করেছে। যে খাতে টাকা খরচ হয়েছে তার বিবরণ উদ্ধৃত করা হল।

ক্রমিক নং	খাত	খরচের পরিমাণ (কোটি টাঃ)
১।	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য যন্ত্রপাতি	১৮.৬৬০
২।	বিদ্যালয়কে দেয় টাকার প্রথম কিস্তি	৩.৬৫১
৩।	পরিকাঠামো ও ডাক খরচ	.০২৮
৪।	বিমা বাবদ	.০১৪
		মোট ২২,৩৫৩

এই প্রকল্পে বিদ্যায়তন প্রতি ১০টি কম্পিউটার এবং ১টি করে লেসার প্রিন্টার, স্ক্যানার, ওয়েবক্যাম এবং এল. সি. ডি প্রজেক্টর দেওয়া হয়েছে। এরকম ৫৪৩টি বিদ্যালয় এই প্রকল্পে উক্ত যন্ত্রাদি পেয়েছে। এছাড়া ইন্টারনেট সংযোগ, আসবাবপত্র, বিদ্যুতের বিল, জেনারেটরের খরচ বাবদ বিদ্যালয় পিছু ১,৫৫,৫০০ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এ পর্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়গুলিকে ৬৭,২৫০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম কিস্তির এই টাকা ব্যবহারের শংসাপত্র বিদ্যালয়গুলি থেকে সংসদ চেয়েছে। বিদ্যালয়গুলিকে প্রকল্পের বর্তমান স্থিতি বা Status Report জানতে চাওয়া হয়েছে। কিছু কিছু রিপোর্ট এসেছে। সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলিকে বাকি টাকা এরপর দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে সরকারের তরফ থেকে ICT প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ হিসেব বারে বারে চাওয়া হচ্ছে। সংসদের দিক থেকে বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন।

২০০৮-এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ পর্যন্ত পরীক্ষা ও আপ্ত বিভাগ দুটি পৃথক বিভাগ হিসেবে পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কাজের সামগ্রিকতা বিবেচনাক্রমে উক্ত বিভাগ দুটিকে উপসচিব (পরীক্ষা) র অধীনে আনা হয়েছে। প্রশ্নপত্র তৈরি, বণ্টন, পরীক্ষাগ্রহণ, দফায় দফায় পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে উত্তরপত্র গ্রহণ এবং যথাযথ নথিভুক্তির পর তা প্রধান পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ, প্রধান পরীক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত নম্বর সংসদ অনুমোদিত কম্পিউটার সংস্থার নিকট প্রেরণ এবং পূর্ব-পরিকল্পনামতো ফল প্রকাশের কাজ পরিচালনার প্রশ্নে ২০০৮ সালে কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। এর ফলে ২০০৮-এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ৯ এপ্রিল শেষ হলেও ২০ মে ফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য ওই বছরের ফলপ্রকাশোত্তর স্ক্রুটিনি (PPS) এর কাজ অনুরূপ তৎপরতার হাতে সম্পন্ন হয়নি।

২০০৮-এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩ যার মধ্যে ৪১ জনের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, ৪ জনকে পরের বছরের পরীক্ষাতে বসতে না দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং ৮ জনকে প্রমাণাভাবে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

উক্ত পরীক্ষায় মোট ৪৪ জন প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীকে (যার মধ্যে ৩১ জনই দৃষ্টিহীন) শ্রুতি লেখকের সাহায্য নিয়ে পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সংসদের পরিকল্পনা আছে আগামী বছরের পরীক্ষায় দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেককে একটি অতিরিক্ত ব্রেইল প্রণালীর মার্কশিট প্রদান করা হবে।

২০০৯ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য জেলাগুলির উপদেষ্টামণ্ডলী, সংসদ প্রতিনিধি, সেন্টার-ইন-চার্জ, সেন্টার সেক্রেটারি, ভেনু সুপারভাইজার এবং পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সভার সুপারিশগুলি যথাসম্ভব অনুসরণ করে পরীক্ষার কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র তৈরি ও বণ্টনে কোথাও কোনো ত্রুটি হয়নি। একাদশ শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সহ সাদা উত্তরপত্রর অন্যান্য কাগজপত্র ও যাবতীয় সরঞ্জাম পরীক্ষাকেন্দ্র সমূহে যথাসময়ে পাঠানো হয়েছে। এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে একথা বলা যায়। সংসদের ২০০৮ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার যাবতীয় তথ্য ও বিশ্লেষণ পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহ : সংসদের পরীক্ষা ও অন্যান্য যাবতীয় কাজের যে বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থা আছে সে সম্বন্ধে কিছু তথ্যের অবতারণা করা প্রয়োজন। আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহের অন্তর্গত জেলাগুলি এবং তার অধীনে থাকা বিদ্যালয়, পরীক্ষাকেন্দ্র ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কীরকম তা একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

সারণি—৫

এক নজরে সংসদের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের চিত্র

			২০০৯ সালের উচ্চমাধ্যমিক এর প্রেক্ষিতে			
আঞ্চলিক কার্যালয়	**অন্তর্গত জেলা**	**বিদ্যায়তন (২০০৮-০৯)**	**পরীক্ষা কেন্দ্র**	**পরীক্ষার্থী (নিয়মিত)**	**প্রধান পরীক্ষক/ (কো-অর্ডিনেটর)**	
কলকাতা	কলকাতা, দঃ ও উঃ ২৪ পরগনা, হাওড়া নদীয়া, মুর্শিদাবাদ	১,৭২৬	১৫৭	১,৭৭,৬৮৮	৩১১	১১,৭৭২
বর্ধমান	বর্ধমান, বীরভূম বাঁকুড়া, হুগলি	৯২০	৮৫	৯০,১৯২	২২৯	৬,৫১৪
মেদিনীপুর	পূঃ ও পঃ মেদিনীপুর পুরুলিয়া	৬৪৫	৫৯	৫৭,৪২৯	১০৯	৩,৫০৮

২০০৯ সালের উচ্চমাধ্যমিক এর প্রেক্ষিতে

আঞ্চলিক কার্যালয়	অন্তর্গত জেলা	বিদ্যায়তন (২০০৮-০৯)	পরীক্ষা কেন্দ্র	পরীক্ষার্থী (নিয়মিত)	প্রধান পরীক্ষক/ (কো-অর্ডিনেটর)	
উঃ বঙ্গ	দার্জিলিং, জলপাই-গুড়ি, কোচবিহার, মালদা, উঃ ও দঃ দিনাজপুর	৬১৭	৫২	৬৩,৯৪৮	১৪৫	৪৫৪৮

আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মী বিন্যাস : আলোচ্য বছরে যে সংখ্যক আধিকারিক ও কর্মীর সাহায্যে আঞ্চলিক কার্যালয়গুলির পরীক্ষা ও অন্যান্য যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করেছে তার বিবরণ নীচের সারণিতে দেওয়া হল।

সারণি—৬

আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মীবিন্যাস

আঞ্চলিক কার্যালয়	উপসচিব	সহসচিব	আবেক্ষক	উঃ বঃ সহায়ক	নিঃবঃ সহায়ক	চতুর্থ শ্রেণির কর্মী
কলকাতা	১	২	৮	৩৪	১৯	৩৪
বর্ধমান	১	১	১	৪	৮	১২
মেদিনীপুর	১	১	১	৪	৮	৭
উঃ বঙ্গ	১	---	১	২	৯	৮

ব্যাবহারিক পরীক্ষার উত্তর নিরীক্ষণ তথা বেশ কিছু বিষয়ের লিখিত উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য শিবির আয়োজন করার পাশাপাশি ২০০৮ সালে দৈনন্দিন বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করেছে প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে। প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে কাজের পরিমাণের তুলনায় আধিকারিক ও কর্মীসংখ্যা যে অপ্রতুল তা বোধ হয় উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। এই অকথার মধ্যে দাঁড়িয়েও আঞ্চলিক ক্যাশ শাখার কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে।

আঞ্চলিক কার্যালয় গুলি থেকে আয় : বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয়গুলি থেকে আলোচ্য বর্ষে যে পরিমাণ আয় হয়েছে তা থেকে কার্যালয়গুলি প্রদত্ত পরিষেবার মাত্রা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। আঞ্চলিক কার্যালয়গুলি যে সংসদের আয়ের মূল উৎস তাও পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়। সারণি—৭ আঞ্চলিক দপ্তরগুলি থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

সারণি—৭

২০০৮-৯ বর্ষে সংসদের আঞ্চলিক কার্যালয়সূত্রে প্রাপ্ত আয়

আঞ্চলিক কার্যালয়	আয় (টাঃ)
কলকাতা	৭,০৯,৯৩,০৯৭
বর্ধমান	৩,৫৩,৮৮,৮০৮
মেদিনীপুর	২,৩৯,৫৩,৯৩৮
উঃ বঙ্গ	২,৭৭,৪৭,১৪৩

একটি আঞ্চলিক কার্যলয়ের পরিষেবা ও ওই সূত্রে প্রাপ্ত আয় : উঃ বঙ্গ আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে বিভিন্ন খাতে যা আয় হয়েছে তা উল্লেখ করা হল সারণি — ৮ এ। স্থানাভাবে অন্য আঞ্চলিক কার্যালয়গুলির অনুরূপ তথ্য এখানে আর উল্লেখ করা যাচ্ছে না।

সারণি—৮

উঃ বঙ্গ আঞ্চলিক কার্যালয়ের আয়ের সূত্রবিন্যাস (২০০৮-২০০৯)

খাত	আয় (টাঃ)
১। রেজিস্ট্রেশন ফি	৬,০৯৭,১৮০
২। মাইগ্রেশন ফি	২,৪১,৯৬০
৩। এনরোলমেন্ট ফি (রেগুলার)	৯৮,৯৮,১২০
৪। এনরোলমেন্ট ফি (সিসি/স্পেশাল)	১৯,৮৮,৮৮৩
৫। একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফি	৫৩,০০,৫৫০
৬। লেট ফি এবং অন্যান্য	১,৩১,৩৬০
৭। পি পি এস ফি	১০,১০,১৭৫
৮। রেগুলার এনরোলমেন্ট ফর্ম	১০,১৮,০৫০
৯। সি সি / স্পেশাল ফর্ম	৩,৫১,১৮০
১০। রেজিস্ট্রেশন ফর্ম	১২,৯৬,২৫৫
১১। অন্যান্য ফর্ম	২৫,৮৬০
১২। ডুপ্লিকেট ফর্ম	২৪,১৫০
১৩। ডুপ্লিকেট ফি	৬০,৪৭০
১৪। বই বিক্রি বাবদ	২,০২,৬০৩
১৫। অন্যান্য	১,০২,৩৪৭
মোট	২,৭৭,৪৯,১৪৩

পরিকাঠামোর উন্নয়ন : আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের পরিষেবার মান আরও উন্নত করার স্বার্থে সংসদকে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করতে হবে। যেখানে যেখানে পুরোনো কম্পিউটার আছে এবং ঘন ঘন মেরামতির প্রয়োজন হচ্ছে সেগুলিকে পাল্টে সর্বাধুনিক কম্পিউটার-এর ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে যে সব সফ্‌টওয়্যার কার্যালয়গুলিতে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলিরও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ও আপডেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের। মনে রাখতে হবে উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং কাজের অনুকূল পরিবেশই উন্নত পরিষেবা প্রদানের পূর্বশর্ত।

ভবনের প্রসঙ্গ : পরিকাঠামোর প্রশ্নে উঠে আসে ভবনের প্রসঙ্গ। কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়ের নিজস্ব কোনো ভবন নেই। আগের দুটি বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে সল্টলেকে একটি জমির ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করেছেন যেখানে ভবিষ্যতে কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়কে স্থানান্তরিত করা যাবে। এই বিষয়ে দ্রুত ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাই।

বর্ধমান আঞ্চলিক কার্যালয় সংসদের নিজস্ব নজরুল ভবনে স্থানান্তরিত হলেও ভবনের কাজ এখনও অসমাপ্ত। বর্ধমান পৌরসভার সাথে অবিলম্বে কথা বলা প্রয়োজন যাতে বাকি কাজ সমাপ্ত হয় এবং ভবনটি সংসদকে হস্তান্তরিত হয়। পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী উক্ত ভবনে কবি নজরুলের আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজ এখনও বাকি আছে।

মেদিনীপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের নিজস্ব শহিদ মাতঙ্গিনী ভবন পূর্ব পরিকল্পনানুসারে পুনর্নির্মাণের জন্য ভেঙে ফেলা হয়েছে। ভবন পুনর্নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা ম্যাকিনটোস বার্ণ কোম্পানির সাথে সংসদের চুক্তি হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে ব্যবহারের জন্য দুটি তল পাওয়া যাবে। এই কাজটি চুক্তিমতো শেষ করার জন্য আমাদের উদ্যোগী হতে হবে। অন্যথায় কার্যালয়ের জন্য দু বছর আগে বিরাট অঙ্কের মাসিক ভাড়ায় যে বাড়ি নেওয়া হয়েছে তার মেয়াদ বাড়াতে হবে এবং সংসদকে ওই ব্যয় নির্বাহ করে যেতে হবে।

উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কার্যালয়ের নিজস্ব রাহুল সাংকৃত্যায়ন ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে আলোচ্য বছরে। ক্যাশ কাউন্টার তৈরি হয়েছে। আধিকারিক আবাসন ও অতিথিশালা নতুন রঙে সেজেছে তবে কার্যালয়ের প্রবেশদ্বার থেকে মূল কার্যালয় এবং অতিথিশালা অবধি পাকা রাস্তা এখনও তৈরি করা যায়নি। এই কার্যালয়ে একটি গোডাউন নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুবিধা : আঞ্চলিক কার্যালয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় জেনারেটর, গাড়ি ইত্যাদি পরিকাঠামোগত সুবিধা গড়ে তোলা যায় কিনা সে বিষয়েও সংসদকে ভাবতে হবে।

সংসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বিদ্যাসাগর ভবনের উপরিতলে অবস্থিত রবীন্দ্র মিলন মঞ্চ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করার কিছু কাজ এগিয়েছে। কাজটি সম্পূর্ণ হলে একদিকে যেমন তা উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য শিবির আয়োজনের পক্ষে সহায়ক হবে তেমনি সেখানে বিভিন্ন সভা ও সেমিনারের আয়োজন সুন্দরভাবে করা যাবে। আশা করা যায় এই কাজ যথাসময়ে সুসম্পন্ন হবে।

ব্যবস্থাপনা : সংসদের এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্য যে বিশাল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সাদা খাতা, লুজশীট ও বিভিন্ন ধরনের ফর্ম ছাপানোর জন্য কমবেশি যে ৭০০ মেট্রিক টন কাগজের প্রয়োজন হয় প্রশাসনিক বিভাগ তার ব্যবস্থা করে। আঞ্চলিকসহ সদর কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কাজ থেকে ৮০টি স্টেশনারি দ্রব্য, ১৫ ধরনের খাম ও ১০ রকমের প্যাকিং দ্রব্যাদির বাৎসরিক চাহিদা জেনে নিয়ে বিগত বছরের ব্যবহারের খতিয়ান ও স্টোরে মজুত পরিমাণ দেখে দ্রব্য ক্রয়ের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করে দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য সংসদের প্রশাসনিক বিভাগ টেন্ডার নোটিশ দেয়। দরপত্রগুলি টেন্ডারদাতাদের সামনে খোলা হয় এবং টেন্ডার সাব কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে অনুমোদিত টেন্ডারদাতাকে দ্রব্যাদি সরবরাহের আদেশনামা দেওয়া হয়। বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নেই বলে তা উল্লেখ করা হচ্ছে না। পুরোনো লিখিত উত্তরপত্র, অব্যবহৃত প্রশ্নপত্র ও অন্য কাগজপত্র পাল্পিং-এর জন্য টেন্ডার ডেকে সঠিক সময়ে বিক্রির দায়িত্বও প্রশাসনিক শাখার। আলোচ্য বছরে উক্ত দ্রব্যসমূহ বিক্রির পরিমাণ ও বিক্রয়লব্ধ আয় সারণি—৯ তে দেখানো হল।

সারণি—৯

২০০৮-৯ সালে বিক্রির দ্রব্যাদির পরিমাণ ও বিক্রয়লব্ধ আয়

বিবরণ	পরিমাণ	আয় (টাঃ)
লিখিত উত্তরপত্র	৯৪·১০৫ মেট্রিকটন	১৫,৭৫,৬৯৪
অব্যবহৃত প্রশ্নপত্র	১২·৩৬ ,,	১,২২,২৫৮
পুরোনো বিক্রয়যোগ্য নথি	০৪·৩০৫ ,,	৫০,৪৫৮
	মোট	১৭,৪৮,৪১

উত্তরপত্রের চেহারা পরিবর্তন : প্রসঙ্গত সাদা উত্তরপত্রের কলেবর বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত শিটের ব্যবহার কমানো যায় কিনা তা ভাবা দরকার। এতে ছাত্রছাত্রীদের যেমন সুবিধে হবে তেমনি তা সংসদের দিক থেকেও লাভজনক। বিশদ ব্যাখ্যার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। পুরোনো অব্যবহৃত প্রশ্নপত্র কেজি দরে বিক্রি না করে সেটতৈরি করে বিক্রি করতে পারলে সংসদের আয় বাড়বে। এ বিষয়ে পরিকল্পনার প্রয়োজন।

সংসদের মুদ্রণ বিভাগ একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের সাদা উত্তরপত্র, লুজ শিট, টপ শিট, বিভিন্ন ধরনের ফর্ম, ম্যানুয়াল, রেজিস্টার, সার্কুলার, পরীক্ষাসূচি প্রভৃতি মুদ্রণের তত্ত্বাবধান করে।

নিরাপত্তা বিভাগ বিদ্যাসাগর ভবনের পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে। এছাড়া পুরোনো উত্তরপত্র সংরক্ষণ করে ও গাড়ির বিষয় দেখাশোনা করে।

সংসদের প্রেরণ শাখা আলোচ্য বছরে ৭৭২৫টি প্রেরণ করেছে যার মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত চিঠির সংখ্যা ৮৫০টি।

বিক্রয় শাখা থেকে সিলেবাস, নিয়মাবলি, প্রশ্নাবলি, বিভিন্ন ধরনের ফর্ম বিক্রি বাবদ আলোচ্য বছরে ২,৮৩,৮৫১ টাকা আয় হয়েছে।

সংসদের বর্তমান ৩৭৩ জন আধিকারিক ও কর্মীর সার্ভিস বুক ব্যবস্থাপন বিভাগের দায়িত্বে থাকে। তাঁদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির কাগজপত্র তৈরির দায়িত্ব এই ব্যবস্থাপন বিভাগের। ছুটির বিষয়টিও এই বিভাগ দেখাশোনা করে। নিয়োগ ও পদোন্নয়নের কাজের দায়িত্ব এই বিভাগের। পেনশনেরও কাগজপত্রও তৈরি হয় এই বিভাগের হাতে।

অবসরগ্রহণ : আলোচ্য বছরের যে তিনজন কর্মী ও ২ জন আধিকারিক অবসর নিয়েছেন তাঁদের নাম—

১। শ্রী দীনেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী—উপসচিব (পরীক্ষা)

২। শ্রী মনোরঞ্জন সরকার—সহসচিব

৩। শ্রী মলয়কুমার মজুমদার—প্রুফরিডার

৪। শ্রী শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—অবেক্ষক

৫। শ্রী বরুণকুমার দাস—উঃ বঃ করণিক

চাকুরি অন্তে এঁরা সকলেই পেনশনসহ অন্য টাকা প্রাপ্ত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে শ্রী মুন্সী অবসরের অল্প কিছুদিনের মধ্যে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর স্মৃতি সংসদের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। অন্যদের জন্য প্রার্থনা করি নীরোগ দীর্ঘজীবন।

নতুন নিয়োগ : দুজন নতুন আধিকারিক ও চারজন কর্মী সংসদে যোগদান করেছেন। তাঁদের নাম—

১। শ্রী অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী—সহসচিব

২। শ্রী গুরুপদ সরেণ—সহসচিব

৩। শেখরচন্দ্র সাঁতরা—নিম্নবর্গীয় করণিক

৪। শ্রী সুবীর কুমার পাল—প্রুফরিডার

৫। শ্রী অয়ন ঘোষ—পিওন

৬। শ্রী যোগেন্দ্র গৌর—দারোয়ান

আমি তাঁদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই।

পদোন্নয়ন : পদোন্নতি হয়েছে ছয় জনের। তাঁরা হলেন—

১। শ্রী শৌভিক ঘোড়ুই—সহসচিব থেকে উপসচিব

২। শ্রী গুরুদাস শীল—নিম্নবর্গীয় করণিক থেকে উচ্চবর্গীয় করণিক

৩। শ্রীমতী দীপিকা চক্রবর্তী—টাইপিস্ট থেকে উচ্চবর্গীয় করণিক

৪। শ্রী পার্থপ্রতিম পাল— টাইপিস্ট থেকে উচ্চবর্গীয় করণিক

৫। শ্রী বিশ্বনাথ হালদার—ড্রাইভার থেকে ড্রাইভার গ্রেড-১

৬। সুকান্ত পাঁজা—ঐ

আমি এঁদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই।

এম.সি.এ.এস : উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দেরিতে হলেও সংসদের আধিকারিক ও কর্মীগণ রাজ্য সরকার অনুমোদিত ৮-১৬-২৫ বছর অন্তর অন্তর মডিফায়েড ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিমের আওতায় পদোন্নয়ন পেয়েছেন। সংসদের পক্ষ থেকে আমি রাজ্য সরকারকে এর জন্য ধন্যবাদ জানাই।

পে প্রোটেকশন : কিন্তু এর পাশাপাশি, উদ্‌বেগের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে পূর্ব নজির মেনে সংসদের ৪৫ জন কর্মী ও আধিকারিকের পে প্রোটেকশন সংক্রান্ত যে বিষয়টি রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে তার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। আমি সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরকে সহৃদয়তার সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করতে এবং প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদানের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

কাজের পরিমাণ অনুসারে নতুন পদসৃষ্টি : ফি বছর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যায়তন ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে সংসদের কাজকর্ম বিকেন্দ্রীকরণের যে ব্যবস্থা বর্তমানে আছে তার সম্প্রসারণ ঘটানো যায় কিনা তা আলোচনা করার সময় এসেছে। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহের আধিকারিক ও কর্মীপদ বৃদ্ধির। আনন্দের বিষয় রাজ্য সরকার বছর চারেক আগে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছিলেন সংসদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসহ নতুন পদ সৃষ্টি ও পুরোনো পদের নতুন নামকরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ খতিয়ে দেখে একটি সুপারিশ জমা দেবার জন্য। কিন্তু কাজটি কী অবস্থায় আছে তা এখনও জানা যায়নি। আমি রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করব এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

সংসদ পরিচালনায় গণতন্ত্রীকরণ : আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন। তা হল সংসদের গণতন্ত্রীকরণ। এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাই।

আর্থিক স্বনির্ভরতা : এবার ২০০৮-০৯ সালে সংসদের অর্থ ও হিসেব বিভাগের কাজের প্রসঙ্গে আসা যাক। আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের সংসদ একটি স্বশাসিত সংস্থা। আর যে-কোনো স্বশাসিত সংস্থার ক্ষেত্রে আর্থিক স্বনির্ভরতা তার কর্মকুশলতা, সুরক্ষা ও সম্মানের প্রতীক। বিগত কয়েক বছরের মতো ২০০৮-২০০৯ সালেও সংসদের আর্থিক অবস্থা ছিল মসৃণ। বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি ও কর্মসংকোচনের ভয়ংকর প্রতিকূলতার মাঝেও কোনোরকম আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়নি সংসদকে। মনে রাখতে হবে যে সংসদের আয়ের মূল সূত্র হল ছাত্রছাত্রীদের দেয় বিভিন্ন ধরনের ফি। আর তাই ফি বছর বছর বাড়ানো চলে না। বরং চেষ্টা করতে হবে অন্য বিকল্প সূত্র থেকে আয় বাড়ানোর আর অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সংক্ষেপের।

সারণি—১০

২০০৮-০৯ সালে সংসদের আর্থিক চিত্র

(লক্ষ টাকার হিসেবে)

বিবরণ	মূল বাজেট (২০০৮-২০০৯)	সংশোধিত বাজেট (২০০৮-০৯)	প্রকৃত চিত্র	
			২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ চূড়ান্ত হিসেব সাপেক্ষে
সংসদের নিজস্ব আয়	১৭৮২.৮৬	১৬৪৭.৯০	১৭১০.৯৬	১৭৩৪.৩৭
সরকারি অনুদান	৩৪১.৬৪		৪০৭.৬৪	৩০৪.০২
মোট আয়	২১২৪.৫০	১৬৪৭.৯০	২১১৮.৬০	২০৩৮.৩৯
মোট ব্যয়	২৫৮৩.৫৭	২২৫২.৬৩	১৬১৫.৭২	১৭৩২.০৫
সংসদের নিজস্ব আয় ও মোট ব্যয়ের মধ্যে অন্তর	(–) ৮০০.৭১	(–) ৬০৪.৭৩	(+) (৯৫.২৪)	(+) ২.৩২

সারণি ১০-এ দেখা যাচ্ছে যে ২০০৮-০৯ সালে সংসদের নিজস্ব আয় ২০০৭-০৮-এর তুলনায় ২৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা বেড়েছে যা প্রায় ১·৩৭%। অন্যদিকে ওই একই সময়ে ব্যয় বেড়েছে ১ কোটি ১৬ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। শতাংশের হিসেবে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ৭·২০।

লক্ষণীয় বিষয় হল সংশোধিত বাজেটে অনুমিত ব্যয়ের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় কম হয়েছে। এর কারণ মূলধনী ব্যয় তথা শিক্ষক অভিমুখীকরণ বাবদ ব্যয় কম হওয়া এবং পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক খাতে কম খরচ হওয়া ইত্যাদি। আর খরচ বেড়েছে মূলত বেতন এবং কাগজ ও কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় বাবদ। খরচ সংক্ষেপ করা সম্ভব হয়েছে গোপনীয় কাগজ ছাপা ও ওই সংক্রান্ত খাতে।

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে ২০০৮-২০০৯ সালে সংসদ বিশ্বভারতীর কাছ থেকে রয়ালটি বাবদ ৮৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা এবং রাজ্য বাজেটে সংসদের জন্য বরাদ্দ অনুদান ৩ কোটি ৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা আদায় করেছে।

আলোচ্য বছরে এই বিভাগের সাফল্যের খতিয়ানে আছে কম্পিটারের সাহায্যে কর্মী ও আধিকারিকদের ভবিষ্যনিধির সম্পূর্ণ হিসেব প্রদান, গৃহঋণ বাবদ ১৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা প্রদান এবং পাঁচ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও আধিকারিকের অবসরকালীন সব প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া। সর্বোপরি এই বিভাগ ২০০৭-২০০৮ সালের বাৎসরিক হিসেব কম্পিউটারের মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে সংকলিত হয়েছে এবং ২০০৮-২০০৯ সালের বাৎসরিক হিসেবের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে মিলকরণ চলছে।

অর্থ দপ্তর প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলি নিয়ে সংসদকে সতর্ক ও উদ্যোগী হতে হবে আমি এবার সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

পে কমিটি : পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারের সকল স্তরের কর্মীদের মূল বেতন ৩২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। সংসদের কর্মী ও আধিকারিকদের জন্য পে কমিটি গঠিত হয়েছে এবং আশা করা যায় যে তাঁদেরও বেতন একই হারে বাড়বে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বেতনখাতে সংসদের সারা বৎসরের প্রয়োজনের মাত্র এক তৃতীয়াংশ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুদান হিসেবে আসে। এমতাবস্থায় সংসদের আধিকারিক ও কর্মীদের বেতনের পুরো টাকা অনুদান হিসেবে পাঠানোর জন্য রাজ্য সরকারের কাছে সংসদের তরফ থেকে অনুরোধ জানানোর আশু প্রয়োজন। অন্যথায় সংসদ এক চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়তে বাধ্য।

কর্মচারী ভবিষ্যনিধির সরকারি অনুমোদন : বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যনিধি সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সংসদকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আলোচ্য বছরে লগ্নিকৃত সব তহবিল থেকে ৮ শতাংশ বা তার বেশি হারে সুদ পাওয়া গেছে। তাই সরকার নির্ধারিত হারে ভবিষ্যনিধির সুদ প্রদান করতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু যে-কোনো সময় অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। তাই অবিলম্বে সংসদের কর্মচারী ভবিষ্যনিধির সরকারি অনুমোদনের জন্য সংসদের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা : সংসদে একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ থাকা জরুরি ১৯৯২ সালের Financial Rules and Accounts Rules of the Council of Higher Secondary Education, West Bengal (ধারা ৩৩) অনুযায়ী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা বর্তমানে সংসদে নেই। অথচ হিসাব করণিক হিসেবে কয়েকজন কর্মী নিযুক্ত আছেন যাঁরা অন্য দপ্তরে নিযুক্ত আছেন। অবিলম্বে এঁদের এবং প্রয়োজনীয় অন্য কিছু কর্মীকে দিয়ে অর্থ ও হিসেব বিভাগের অধীন আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার একটি অনুবিভাগ স্থাপন করার প্রস্তাব আমি সংসদের সামনে রাখছি।

কর্মীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ : সংসদের অর্থ ও হিসেব বিভাগের কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার হয় অনেক দিন আগে থেকেই। অন্যান্য বিভাগে হয়েছে পরে। আর এখন এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বা বিদ্যাসাগর ভবনে সীমাবদ্ধ নয়। আঞ্চলিক কার্যালয়গুলিতেও অনেক কাজে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। আমি এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কর্মচারীবন্ধুদের অভিনন্দন জানাই। কিন্তু দ্রুত ও নির্ভুল পরিষেবা প্রদানের জন্য পরিকাঠামো ও অনুকূল পরিবেশই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের। বাইরের কোনো পেশাদারি সংস্থাকে দিয়ে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। ইচ্ছুক কর্মীদের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে সপ্তাহ তিনেকের একটি প্রয়োজনভিত্তিক লাগাতার কিছু প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রূপায়ণের ব্যবস্থা করলে কর্মীদের পাশাপাশি সংসদও উপকৃত হবে।

এফ. পি. টি : সংসদের অর্থ ও হিসেব বিভাগে কেন্দ্রীয়ভাবে হিসেব সংকলন করা হয়ে থাকে। তাই আঞ্চলিক কার্যালয়গুলির সাথে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিবিড় সংযোগ প্রয়োজন। প্রয়োজন একটি অভিন্ন

সফ্টওয়্যার-এর। আর পূর্বপরিকল্পিত ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল (FTP)-এর মাধ্যমে আঞ্চলিক কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করলে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সংসদের হিসেব সংকলন করা সম্ভব হবে। সেই লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

পরিষেবার সম্প্রসারণ : প্রতিরূপ অ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন ও মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের কাজে আঞ্চলিক কার্যালয়গুলিতে যে ব্যবস্থা আছে তা আরও উন্নত করার অবকাশ আছে। দূরদূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীদের যাতে এক কারণে বারবার আসতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ডিজিটাল আর্কাইভের সাহায্য নিয়ে যাতে আঞ্চলিক কার্যালয়গুলি অনুরূপ পরিষেবা প্রদান করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া আশু প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কার্যালয়গুলিকে আমি এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করতে অনুরোধ করব। এর পাশাপাশি প্রয়োজন কিছু নিয়মের সংশোধন। বিভিন্ন কারণে এখন যে সব উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নেই সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের প্রতিরূপ নথির জন্য আবেদনপত্র প্রত্যায়নের বিকল্প কি ব্যবস্থা হতে পারে তা সংসদকে ঠিক করতে হবে।

কর্মীদের সামাজিক উদ্যোগ : প্রতিবেদনের শেষে উল্লেখ করতে চাই যে সংসদের আধিকারিক ও কর্মীগণ গুরুত্বপূর্ণ নানান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সারাবছর বিবিধ সামাজিক ও নান্দনিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। তাঁদের এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

সবশেষে ২০০৮-২০০৯ সালে সংসদের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত সিলেবাস ইকুইভ্যালেন্স ফিনান্স এক্স্যামিনেশনস কমিটি ও বিভিন্ন বোর্ড অব স্টাডিজের সদস্যগণকে এবং সেই সঙ্গে সংসদ কর্তৃক গঠিত অন্যান্য সব সাব কমিটি ও কমিটির মাননীয় সদস্যগণকেও সংসদের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ সংসদকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করেছে। আশা করি আগামী দিনেও আমরা অনুরূপ সাহায্য পাব।

পরিশেষে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় অধ্যাপক পার্থ দে মহাশয়কে সংসদের চলার পথে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও অভিমত দেবার জন্য বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকল পদাধিকারী যাঁরা বিভিন্নভাবে সংসদকে সাহায্য করেছেন তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ও সেই সঙ্গে সকল সম্মানীয় সংসদ সদস্য, কর্মী ও আধিকারিককে শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানিয়ে প্রতিবেদন শেষ করছি।

কলকাতা,
২৭ জুলাই, ২০০৯

ওংকার সাধন অধিকারী
সভাপতি

HIGHLIGHTS

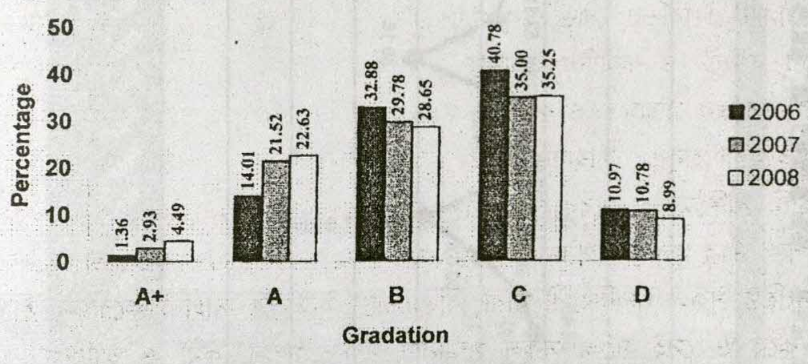
Total Enrolled = 3,62,598 ← New Syllabus Regular → **Total Appeared = 3,61,598**

Gender Ratio (M : F) = 57.28 : 42.72

% of Pass

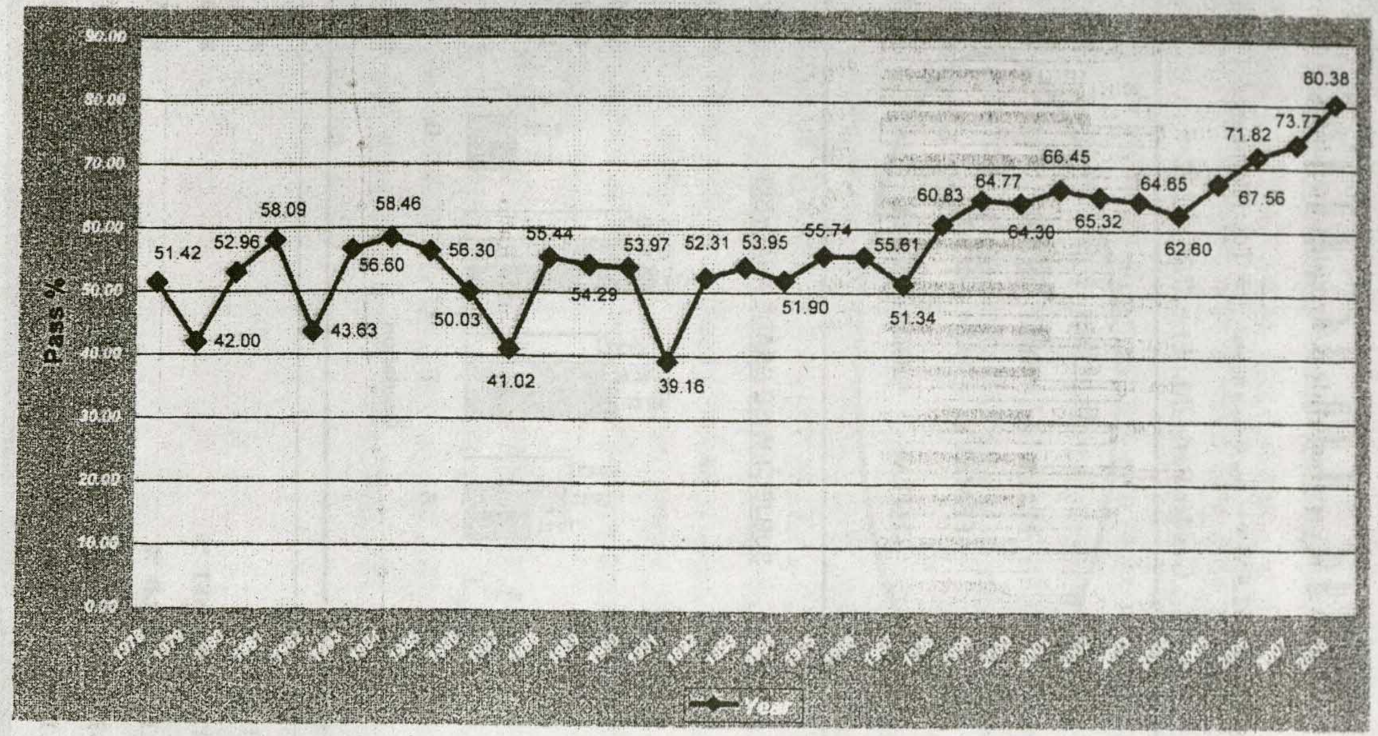
MALE	= 81.23	↑ 7.57
FEMALE	= 79.24	↑ 5.32
TOTAL	= 80.38	↑ 6.61

SUBJECT WISE GRADE ANALYSIS

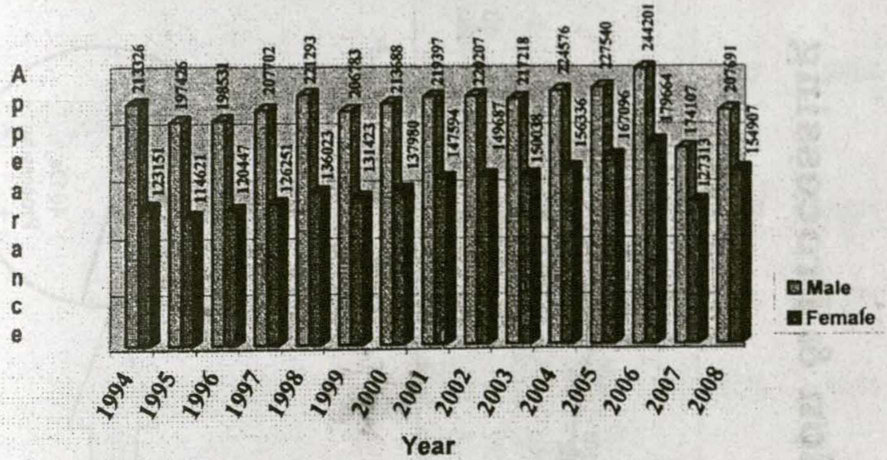


INCOMPLETE %	:	NIL
REPORTED AGAINST %	:	0.010
RESULT WITHHELD %	:	0.005
RESULT WITHHELD DUE TO COURT CASE %	:	NIL
RESULT WITHHELD DUE TO ADMITCARD CORRECTION %	:	0.048

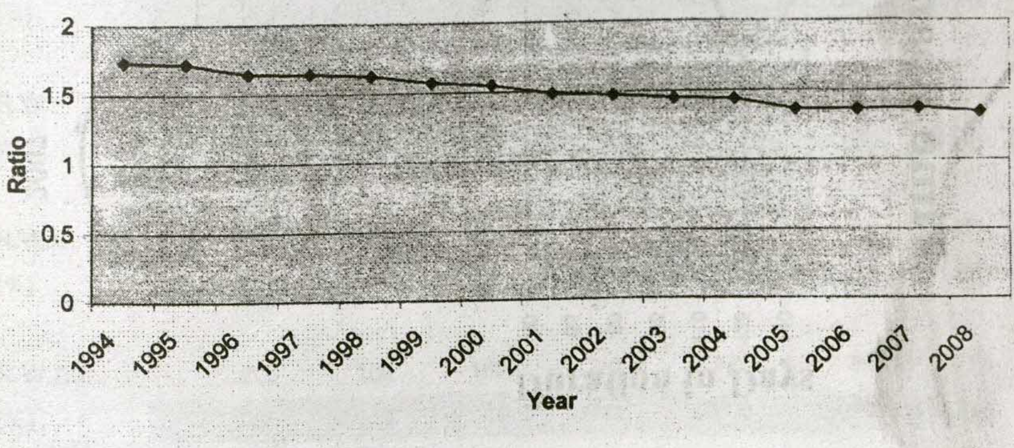
Year wise Pass Percentage



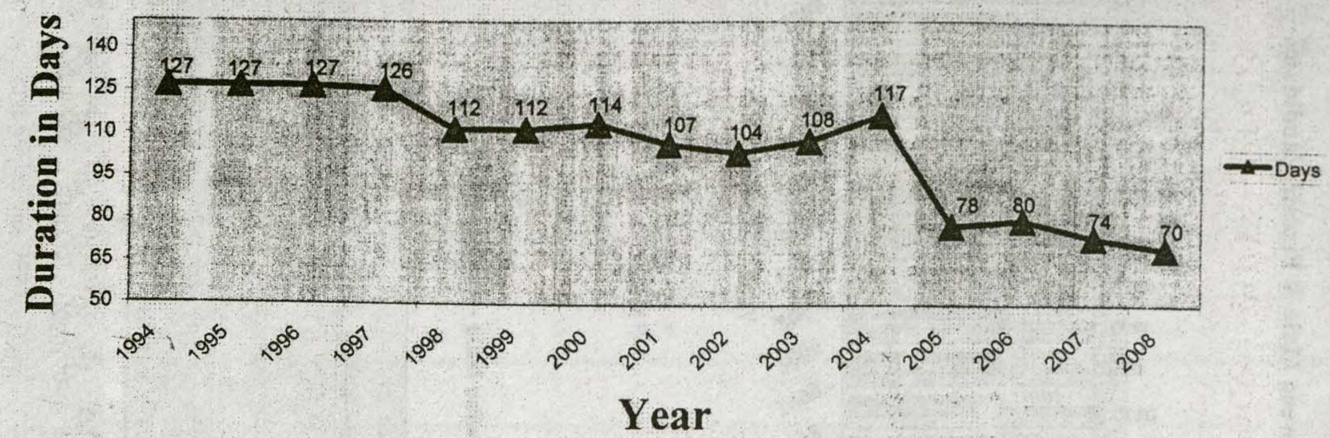
Comparison Between Male & Female Candidates

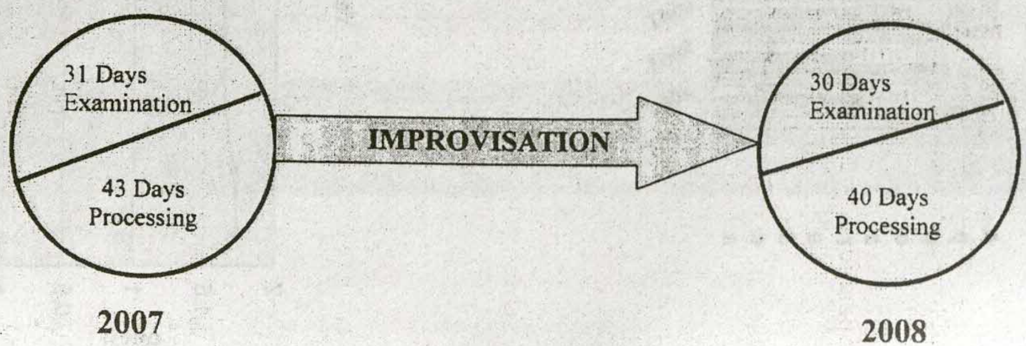


Year wise Male - Female Ratio



Time Span: Examination & Processing





Performance : 2002 - 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Positive Parametres – Regular							
Appeared:	2,70,503	2,71,036	2,80,278	2,84,738	3,19,718	3,01,420	**3,61,598**
Passed:	1,76,294	1,74,985	1,75,230	1,92,277	2,29,533	2,22,249	**2,90,471**
(%)	65.32	64.65	62.60	67.56	71.82	73.77	**80.38**
Negative Parametres – All Categories							
INC	334	63	61	16	NIL	NIL	**NIL**
(%)	0.090	0.017	0.016	0.004	0.000	0.000	**0.000**
R.A.	238	172	220	144	137	19	**37**
(%)	0.064	0.047	0.058	0.036	0.032	0.006	**0.010**
R.W.	49	103	78	37	82	35	**19**
(%)	0.013	0.028	0.020	0.009	0.019	0.011	**0.005**
R.W.C.	NIL	NIL	4	26	NIL	1	**NIL**
(%)	NIL	NIL	0.001	0.007	0.000	0.0003	**0.000**
R.W.A.C.	203	186	169	NIL	NIL	89	**173**
(%)	0.055	0.051	0.044	NIL	0.000	0.029	**0.048**

HIGHER SECONDARY EXAMINATION

NEW SYLLABUS : 2008

		2008				2007
		REGULAR	CONTINUING	SPECIAL	TOTAL	REGULAR
ENROLLED	MALE	207691	8546	29769		175150
" "	FEMALE	154907	4222	22198		127768
TOTAL		**362598**	**12768**	**51967**	**427333**	**302918**
APPEARED	MALE	207052	7404	29769		174107
" "	FEMALE	154546	3682	22198		127313
TOTAL		**361598**	**11086**	**51967**	**424651**	**301420**
PASSED	MALE	168056	3724	20774		128179
" "	FEMALE	122415	1389	16006		94070
TOTAL		**290471**	**5113**	**36780**	**332364**	**222249**
% of PASS	MALE	81.23	50.48	69.87		73.66
" "	FEMALE	79.24	37.78	72.15		73.92
TOTAL		**80.38**	**46.25**	**70.84**		**73.77**
R.W.	MALE	15	2	7		25
" "	FEMALE	4	NIL	4		10
TOTAL		**19**	**2**	**11**	**32**	**35**
R.A.	MALE	35	5	4		17
" "	FEMALE	2	2	1		2
TOTAL		**37**	**7**	**5**	**49**	**19**
R.W.A.C.	MALE	111	20	26		53
" "	FEMALE	62	3	8		36
TOTAL		**173**	**23**	**34**	**230**	**89**
R.W.C.	MALE	NIL	NIL	NIL		1
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL
TOTAL		**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**1**
INC.	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL
TOTAL		**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**

HIGHER SECONDARY EXAMINATION

DISTRICT WISE SUMMARY

NEW SYLLABUS : 2008

SL. NO.	DISTRICT NAME	ENROLLED		APPEARED		PASSED		PASS
		MALE	FEMALE	MALE	FEMALE	MALE	FEMALE	%
1	KOLKATA	15502	14326	15484	14305	13771	13257	90.80
2	24 PARGANAS (S)	15654	11487	15613	11462	13004	8948	81.22
3	24 PARGANAS (N)	25854	21758	25797	21709	21337	17407	81.60
4	HOWRAH	10144	9903	10125	9891	9000	8429	87.10
5	NADIA	13516	9811	13456	9755	10059	6956	73.33
6	MURSHIDABAD	12108	7661	12051	7636	8820	5153	70.99
7	HOOGHLY	12891	11644	12863	11617	11375	10003	87.37
8	BURDWAN	18045	14412	17985	14379	14902	11686	82.20
9	BANKURA	9944	5621	9900	5614	7873	4398	79.13
10	BIRBHUM	7796	4305	7766	4289	6063	3273	77.51
11	PURULIA	6210	2787	6186	2783	4618	2096	74.88
12	PURBA MIDNAPORE	13058	9189	13041	9181	11494	7728	86.54
13	PASCHIM MIDNAPORE	14188	9381	14152	9374	11897	7673	83.26
14	MALDA	6833	4082	6806	4072	4978	2837	71.89
15	DAKSHIN DINAJPUR	3419	2148	3410	2144	2556	1458	72.31
16	UTTAR DINAJPUR	4553	2976	4535	2963	3174	1741	65.57
17	JALPAIGURI	7107	5327	7075	5311	5029	3594	69.72
18	COOCH BEHAR	5858	4052	5818	4032	4101	2521	67.26
19	DARJEELING	5011	4037	4989	4029	4005	3257	80.57

GENERAL STREAM : OLD SYLLABUS

		2008				2007			
		REGULAR	CONTINUING	SPECIAL	TOTAL	REGULAR	CONTINUING	SPECIAL	TOTAL
ENROLLED	MALE	15	2173	10937		782	11150	43434	
" "	FEMALE	8	971	8006		297	5398	37971	
TOTAL		23	3144	18943	22110	1079	16548	81405	99032
APPEARED	MALE	15	1531	10937		737	8481	43434	
" "	FEMALE	8	751	8006		292	4256	37971	
TOTAL		23	2282	18943	21248	1029	12737	81405	95171
PASSED	MALE	11	802	7871		404	3939	28755	
" "	FEMALE	6	356	5901		161	1463	26031	
TOTAL		17	1158	13772	14947	565	5402	54786	60753
% of PASS	MALE	84.62	52.56	72.07		56.42	46.52	66.27	
" "	FEMALE	75.00	47.66	73.74		56.69	34.47	68.59	
TOTAL		80.95	50.95	72.78		56.50	42.50	67.35	
1ST DIV	MALE	1	79	19		73	289	192	
" "	FEMALE	3	7	12		31	70	204	
TOTAL		4	86	31	121	104	359	396	859
% ON	APPEARED	19.05	3.78	0.16		10.40	2.82	0.49	
% ON	PASSED	23.53	7.43	0.23		18.41	6.65	0.72	
2ND DIV	MALE	9	269	1006		136	1437	6173	
" "	FEMALE	NIL	92	825		62	372	7308	
TOTAL		9	361	1831	2201	198	1809	13481	15488
% ON	APPEARED	42.86	15.88	9.68		19.80	14.23	16.57	
% ON	PASSED	52.94	31.17	13.30		35.04	33.49	24.61	
PASS DIV	MALE	1	454	6846		195	2213	22390	
" "	FEMALE	3	257	5064		68	1021	18519	
TOTAL		4	711	11910	12625	263	3234	40909	44406
% ON	APPEARED	19.05	31.28	62.94		26.30	25.44	50.29	
% ON	PASSED	23.53	61.40	86.48		46.55	59.87	74.67	
STAR MARKS	MALE	NIL	9	1		13	23	NIL	
" "	FEMALE	NIL	2	NIL		2	2	1	
TOTAL		NIL	11	1	12	15	25	1	41
% ON	APPEARED		0.48	0.01		1.50	0.20		
% ON	PASSED		0.95	0.01		2.65	0.46		
R.W.	MALE	1	3	14		21	3	28	
" "	FEMALE	NIL	3	4		8	3	15	
TOTAL		1	6	18	25	29	6	43	78
R.A.	MALE	NIL	1	2		NIL	8	14	
" "	FEMALE	NIL	1	NIL		NIL	9	4	
TOTAL		NIL	2	2	4	NIL	17	18	35
R.W.A.C.	MALE	1	1	NIL		NIL	3	1	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
TOTAL		1	1	NIL	2	NIL	3	1	4
R.W.C.	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
TOTAL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
INC.	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
TOTAL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

VOCATIONAL STREAM : OLD SYLLABUS

		2008				2007			
		REGULAR	CONTINUING	SPECIAL	TOTAL	REGULAR	CONTINUING	SPECIAL	TOTAL
ENROLLED	MALE	NIL	27	151		3	156	407	
" "	FEMALE	NIL	1	27		NIL	17	47	
TOTAL		NIL	28	178	206	3	173	454	630
APPEARED	MALE	NIL	24	151		3	131	407	
" "	FEMALE	NIL	1	27		NIL	14	47	
TOTAL		NIL	25	178	203	3	145	454	602
PASSED	MALE	NIL	8	88		1	34	233	
" "	FEMALE	NIL	1	17		NIL	NIL	23	
TOTAL		NIL	9	105	114	1	34	256	291
% of PASS	MALE		33.33	58.28		33.33	25.95	57.53	
" "	FEMALE		100.00	62.96				50.00	
TOTAL			36.00	58.99		33.33	23.45	56.76	
1ST DIV	MALE	NIL	2	19		1	11	81	
" "	FEMALE	NIL	1	5		NIL	NIL	9	
TOTAL		NIL	3	24	27	1	11	90	102
% ON	APPEARED		12.00	13.48		33.33	7.59	19.96	
% ON	PASSED		33.33	22.86		100.00	32.35	35.16	
2ND DIV	MALE	NIL	6	68		NIL	23	147	
" "	FEMALE	NIL	NIL	12		NIL	NIL	14	
TOTAL		NIL	6	80	86	NIL	23	161	184
% ON	APPEARED		24.00	44.94			15.86	35.70	
% ON	PASSED		66.67	76.19			67.65	62.89	
PASS DIV	MALE	NIL	NIL	1		NIL	NIL	5	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
TOTAL		NIL	NIL	1	1	NIL	NIL	5	5
% ON	APPEARED			0.56				1 11	
% ON	PASSED			0.95				1.95	
STAR MARKS	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
TOTAL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
% ON	APPEARED								
% ON	PASSED								
R.W.	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	2	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	1	
TOTAL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	3	3
R.A.	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
TOTAL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
R.W.A.C	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
TOTAL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
R.W.C	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
TOTAL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
INC	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
TOTAL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

EXTERNAL : OLD SYLLABUS

		2008				2007			
		REGULAR	CONTINUING	SPECIAL	TOTAL	REGULAR	CONTINUING	SPECIAL	TOTAL
ENROLLED	MALE	NIL	86	128		NIL	210	347	
" "	FEMALE	NIL	28	80		NIL	109	233	
TOTAL		NIL	114	208	322	NIL	319	580	899
APPEARED	MALE	NIL	43	128		NIL	99	347	
" "	FEMALE	NIL	20	80		NIL	70	233	
TOTAL		NIL	63	208	271	NIL	169	580	749
PASSED	MALE	NIL	18	85		NIL	27	202	
" "	FEMALE	NIL	8	59		NIL	20	138	
TOTAL		NIL	26	144	170	NIL	47	340	387
% of PASS	MALE		41.86	66.41			27.84	58.72	
" "	FEMALE		40.00	73.75			28.57	59.48	
TOTAL			41.27	69.23			28.14	59.03	
1ST DIV	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
TOTAL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
% ON	APPEARED								
% ON	PASSED								
2ND DIV	MALE	NIL	8	6		NIL	8	11	
" "	FEMALE	NIL	1	2		NIL	2	10	
TOTAL		NIL	9	8	17	NIL	10	21	31
% ON	APPEARED		14.29	3.85			5.99	3.65	
% ON	PASSED		34.62	5.56			21.28	6.18	
PASS DIV	MALE	NIL	10	79		NIL	19	191	
" "	FEMALE	NIL	7	57		NIL	18	128	
TOTAL		NIL	17	136	153	NIL	37	319	356
% ON	APPEARED		26.98	65.38			22.16	55.38	
% ON	PASSED		65.38	94.44			78.72	93.82	
STAR MARKS	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
TOTAL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
% ON	APPEARED								
% ON	PASSED								
R.W.	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL	2	2	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	1	
TOTAL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	2	3	5
R.A.	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	1	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
TOTAL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	1	1
R.W.A.C.	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
TOTAL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
R.W.C.	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
TOTAL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
INC.	MALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
" "	FEMALE	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	
TOTAL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL